দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 JAN 2008
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

22

এ সপ্তাহেই ছাত্র শিক্ষক মুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে : ঢাবি ভিসি

২১ জানুয়ারি শিক্ষা উপদেষ্টার ব্রিফিং

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেছেন, চলতি সপ্তাহের মধ্যে কারাবন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। এ বিষয়ে সরকার খুবই আন্তরিক। শিগগিরই ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ সকলের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটবে। শনিবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এমন কথা বলেন। বৈঠকে গত আগস্টের সহিংস ঘটনায় শাহবাগ থানায় দায়ের করা পাঁচটি মামলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ভিসি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে এ গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইফতেখার আহমেদ, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) এমএ মতিন, আইন উপদেষ্টা এএফ হাসান আরিফ, সেনা প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, শিক্ষা সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, আইন সচিব, আইজিপিসহ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। দুপুর আড়াইটা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ভিসি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি লাউঞ্জে এক প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস ব্রিফিং-এ ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, সভায় শাহবাগ (২য় পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

এ সপ্তাহেই ছাত্র

(প্রথম পৃঃ পর)

থানায় দায়ের করা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬০ ও ৬৪ নম্বর মামলা নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা হয়েছে। সবকয়টি মামলা থেকে ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির বিষয়ে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির উপর সরকার তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। আগামী ২১ জানুয়ারি শিক্ষা উপদেষ্টা প্রেস ব্রিফিং-এ বিস্তারিতভাবে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি তুলে ধরবেন বলে তিনি জানান।

বৈঠক সূত্র জানায়, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এবারের বৈঠকে শিক্ষকদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও মুক্তি দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজাপ্রাপ্ত ছাত্র ও কর্মচারির মুক্তির বিষয়ে আলোচনা হয়। গত আগস্টের ঘটনায় দায়ের করা সকল মামলা থেকে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারিদের মুক্তি দিতে সরকার অনেকটা নমনীয় হয়েছে। আগামী ২১ জানুয়ারি শাহবাগ থানায় দায়ের করা ৫৩ নম্বর মামলার রায় হওয়ার পরপরই শিক্ষা উপদেষ্টা সকলের মুক্তির বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন। ছাত্রদের নামে দায়ের করা তিনটি মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হতে পারে। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা দুইটি মামলা আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে তাদের মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঢাবিতে আন্দোলন অব্যাহত

কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকের নিঃশর্ত মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ছুটির দিনেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত ছিল। আন্দোলনের ১২তম দিনে গতকাল শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন, মৌন অবস্থান, মৌন মিছিল, কালো ব্যাজ ধারণ ও প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কর্মসূচি পালন করেছে। বেলা সাড়ে ১১টায় নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলন নামে ছাত্রদল সমর্থিত শিক্ষার্থীরা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশের সামনে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। মানববন্ধন শেষে দুপুর ১টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করে। মিছিল ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় শিক্ষার্থীরা ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তি ছাড়াও বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মুক্তির দাবি জানান।

শনিবার প্রথমবারের মতো আন্দোলনে নেমেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা। কারাবন্দি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ওই বিভাগের শিক্ষক ও জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন। প্রাণ রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির দাবিতে আগামীকাল সোমবার থেকে বিভাগে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। দুপুরে ছাত্র বন্ধুর ব্যানারে ছাত্রলীগ সমর্থিত শিক্ষার্থীরা মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে ২১ জানুয়ারি ভিসির কার্যালয় ঘেরাও করার ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়াও শিক্ষকদের প্রতীকী অনশন কর্মসূচিতে যোগদানের ঘোষণা দেয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আশরাফুল ইসলাম ব্যাকুল বলেন, ছাত্র-শিক্ষকের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আমরা আন্দোলন করে আসছি। যতদিন ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তি না দেয়া হবে ততদিন আন্দোলন চলবে। বিকালে নির্যাতন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীর ব্যানারে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর সমর্থিত শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবিলম্বে সকল কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান হয়।

বুয়েটে মানববন্ধন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীরা গত আগস্টের ঘটনায় কারাবন্দি সকল ছাত্র-শিক্ষকের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। শনিবার বুয়েটের ছাত্র-ছাত্রীর নতুন সেমিস্টার শুরুর প্রথম দিনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। দ্রুত ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তি না দেয়া হলে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মত বুয়েটের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন কর্মসূচিতে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। গতকাল ছাত্রলীগ (শ-ত) সভাপতি শরিফুল কবির স্বপন, সাধারণ সম্পাদক আলী আহসান জুয়েল এক বিবৃতিতে ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির দাবিতে শিক্ষার্থীদের ঘোষিত সকল কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

রায় ঘোষণার দিন ঢাবিতে ছাত্র-শিক্ষকদের কর্মসূচি

আগামী ২১ জানুয়ারি কারা বন্দি ৪ শিক্ষক ও ১ ছাত্রের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি মামলার রায় ঘোষণা করা হবে। রায় ঘোষণার দিনে ছাত্র-শিক্ষকরা পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করবে। এই কর্মসূচির সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা একাত্মতা প্রকাশ করেছে। শিক্ষার্থীরা পৃথক পৃথক ব্যানারে সোমবার ভিসি অফিসের সামনে অবস্থান নেবে। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নির্যাতন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রী ও ছাত্র-বন্ধুর নেতৃবৃন্দ এ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে।